গল্প

সামসু মিয়া

নাইম আবদুল্লাহ

সামসু মিয়ার নিজ বয়সের তুলনায় ভিক্ষার বয়স নেহাত কম না। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এসেও তার একটু আধটু চুরির স্বভাব রয়ে গেছে। বয়সের কারণে চুরিটা ছেড়ে দিতে চাইলেও বদ অভ্যাসের দায়ে ছাড়তে পারে না। এই কারণে বউ তাকে ছেড়ে চলে গেছে তাও প্রায় দুই যুগ আগে। অবশ্য বউয়েরও যে দোষ ছিল না তা না। ভিক্ষা করতে করতে সমিরুনের প্রেমে মজেছিল সে। আবার সমিরুনও ভিক্ষা করতে গিয়ে অন্য ভিক্ষুক প্রেমিকের হাত ধরে চলে গেছে। তাই ভিক্ষায় ভিক্ষায় কাটাকাটি। বিয়ের এক যুগ পরে তার আর সমিরুনের ঘরে দুই মেয়ে হয়। বড় মেয়েটা জন্মের পর পরেই হামে মারা যায় আর ছোট মেয়ে কলমি সমিরুনের সাথেই আছে। মাঝে মাঝে কলমি কে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। কত বড় হয়েছে সে? শুনেছে কলমি সমিরুন ও তার নূতন স্বামীসহ আদাবরে থাকে। আবার শুনেছে কলমির খুব ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। জামাই নাকি বিদেশে থাকে। কি নাম কলমির মেয়েটার, কার মতো দেখতে হয়েছে?

বেশ কিছুদিন ধরে সামসু মিয়ার হাঁপানির টানটা আবার বেড়েছে। পশ্চিম শান্তিবাগের বড় মসজিদের পিছনের বস্তিতে থাকে সে। আজকাল যানজট এড়িয়ে ভিক্ষাতেও উপার্জন নেই। কারণ জ্যামে পরে মানুষগুলির মন মেজাজ এমনিতেই থাকে বিষিয়ে তার উপর ভিক্ষা চাইলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। সামসু মিয়া মনে মনে এই মানুষগুলির কোনও দোষ দেয় না। চক্ষের সামনে দিন জামানা কিভাবে বদলে যাচ্ছে। আগে ভিক্ষা দিতে না চাইলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত আর এখন তেড়ে মারতে আসে। এখন আর সে দামী জিনিস চুরির রিস্কও নেয় না কারণ ধরা খেলে এই বয়সে কঠিন মার তার শরীরে সইবে না।

কিছুদিন আগে মালিবাগ মোড়ে ভিক্ষা শেষে সে বাড়ি ফিরছিল। ফুটপাথের উপর জুতা কালি করানোর সময় চেঙরা চেহারার এক যুবকের পেছনের পকেট থেকে মোবাইলটা ফুটপাথের

উপর তার সামনে ছিটকে পড়ে। সামসু মিয়া আর দেরী না করে মোবাইলটা তুলে বোচকায় ভরে লম্বা পায়ে বস্তিতে ফিরে আসে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে মোবাইলটা এদিক সেদিক নাড়িয়ে দেখে। হঠাৎ সেটা বেজে ওঠায় কিভাবে কথা বলবে বুঝে উঠতে পারে না। এভাবে কিছুক্ষণ পর পর মোবাইলটা বেজে চলাতে বিরক্ত হয়ে সে বালিশের নিচে রেখে দেয়। পরদিন সকালে তার পরিচিত এক মোবাইল ফোনের দোকান থেকে অন্য নম্বরের একটা সিম কার্ড যোগাড় করে। দোকানের ছেলেটা তাকে বুঝিয়ে দেয় কিভাবে রিং বাজলে কোথায় চাপ দিয়ে কথা বলতে হবে। তারপর নম্বরটা একটা কাগজে লিখে দেয়। সামসু মিয়া মোবাইল ফোনটা সাথে সাথে রাখে আর মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দেখে ভাবে এই বুঝি কেউ তাকে ফোন করবে। আচ্ছা কলমি বা তার জামাইয়ের কি কোনও মোবাইল ফোন আছে? ওদের সাথে কি ফোনে কথা বলা যাবে? খুব ইচ্ছে করে ওদের সাথে কথা বলতে। আবার ভাবে কথা বলতে গেলে তো ওদের নাম্বার জানা লাগবে? এভাবে বেশ কিছুদিনে সে মোবাইল ফোনটার কথা ভুলেই গেছিল।

এক সন্ধ্যায় ভরাট কণ্ঠের এক লোক ফোন করে তার ঠিকানা জানতে চাইলো। সে কাঁপা গলায় তার বস্তির ঠিকানা বললো। মনে মনে ভাবলো তাহলে কি কোনভাবে কলমি বা তার মা ফোন নম্বর পেয়ে জামাইকে দিয়ে ফোন করে তার সাথে দেখা করতে আসছে? তার বুকের ভেতর একটা আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়। গত বছরে পাওয়া একমাত্র নূতন পাঞ্জাবিটা পরে সে বস্তির উঠানে বসে রইলো। তার যেন আর তর সইছে না। অনেক পরে একটা লোক এসে তাকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে থানায় নিয়ে এলো। জানতে পারলো যে ফোন নম্বরটা তার মোবাইল ফোনে তা একজন কুখ্যাত খুনির। তার সাথে খুনি লোকটার সম্পর্ক কি তা জানার জন্য তাকে হাজতে রাখা হয়েছে। আর তার কাছ থেকে খুনিটার কোনও তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত তাকে এই হাজতেই থাকতে হবে। বিকালে একটা আট নয় বছরের ফুটফুটে মেয়ে তার মায়ের হাত ধরে হাজতের গ্রিলের সামনে এসে দাড়ায়। তাহলে কি কলমি তার মেয়েকে নিয়ে হাজতে তাকে দেখতে এসেছে? ফোঁটা ফোঁটা পানি তার দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।